অচেনা অতিথি

একটি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিন

(পুস্তক সংস্করণ + ইন্টারনেট/অনলাইন সংস্করণ)

চৈত্র সংখ্যা-১৪৩২ ঃঃ মার্চ ও এপ্রিল-২০২৬

দোলযাত্রা ও বসন্ত উৎসব উপলক্ষ্যে প্রকাশিত

অচেনা অতিথি ম্যাগাজিনের নিবেদন

REGISTERED OFFICE

Sital Daskarmakar

Proprietor / Editor - Achena Atithi

Ajuria, P.O.- Palashpai

Dist.- Paschim Medinipur, PIN-721146

West Bengal

Govt. Trade Registration No.- 427

পত্রিকা সম্পাদক- শীতল দাসকর্মকার

Telephone Number : 9679856633

Whats App Number : 9679856633

E-mail : achenaatithimagazine@gmail.com

Website : www.achenaatithi.com

ইন্টারনেট (অনলাইন) সংস্করণ ঃ

www.achenaatithi.com

বিঃদ্রঃ- এই ম্যাগাজিনটি অচেনা অতিথির ওয়েবসাইটের মাধ্যমেও প্রচারিত।

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।

MB & WA : 9679856633

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিন

(কয়েকজন বিশিষ্ট খ্যাতনামা কবি সাহিত্যিকদের লেখা নিয়ে এই সংখ্যা প্রকাশিত ও প্রচারিত)

চৈত্র সংখ্যা - ১৪৩২

—ঃ সূচিপত্র ঃ—

১। চৈত্র সংখ্যা- ১৪৩২	অচেনা অতিথি ম্যাগাজিনের নিবেদন	০১
২। সূচিপত্র	চৈত্র সংখ্যা - ১৪৩২	০২
৩। অচেনা অতিথি	মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিন	০৩
৪। শ্রদ্ধাঞ্জলী	অচেনা অতিথি ম্যাগাজিনের	০৪
৫। সম্পাদকীয়	সম্পাদকের কলমে	০৪
৬। পাঠকের মতামত	পাঠকের কলমে	০৪
৭। রাশিফল	নক্ষত্রপথিক	০৫
	ছড়া	
৮। রূপম্, শুনতে চাই	অতসী নাথ রায়	০৭
	কবিতা	
৯। ইজ্জত	ইন্দ্রনাথ দাস	০৬
১০। গোলাগুলি	দ্বিজেন দাস	০৭
১১। অবিদেহ	মিহির হালদার	০৮
১২। দেশহীন আকাশ	শ্রেয়ম্ পালুই	০৮
১৩। কোয়েলার মত	সত্যনারায়ন সৎপথী	০৯
১৪। যুদ্ধ সবে শেষ	বিশ্বজিৎ ঘোষ	০৯
১৫। ধনী তাঁদের কাছে	পুতুল ভট্টাচার্য	১০
	বাউলগান ও কবিতা	
১৬। মানুষ চেনা দায়	সচ্চিদানন্দ গিরি	১০
১৭। মা মনসার দয়ার মহিমা, সরস্বতীর চরণবন্দনা	সচ্চিদানন্দ গিরি	১১
১৮। মানসিক পূজা, একটা পয়সা দাও	সচ্চিদানন্দ গিরি	১২
	হাস্যকৌতুক	
১৯। পঞ্চরস (কৌতুকনক্সা)	দিগম্বর ভান্ডারী	১৩-১৪
	প্রবন্ধ	
২০। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ	শিবন কুমার ঘোষ	১৫
	গল্প	
২১। স্বাধীন	শ্রীলেখা চক্রবর্তী	১৬
২২। সুখ পাখিটি ঘরে ফিরে এল	উত্তম দে রায়	১৭-২০

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।

MB & WA : 9679856633

অচেনা অতিথি সাহিত্য ম্যাগাজিন

অচেনা অতিথি- একটি নিয়মিত প্রকাশিত মাসিক বাংলা সাহিত্য ম্যাগাজিন। ম্যাগাজিনটি প্রকাশিত হয় পুস্তক সংস্করণ + ইন্টারনেট/অনলাইন সংস্করণে। প্রকাশকাল- প্রতি মাসে বাংলা মাসের ১ তারিখে (পুস্তক সংস্করণ ও অনলাইন সংস্করণ - উভয়ই)।

বার্ষিক প্রকাশিত সংখ্যাসমূহ- অচেনা অতিথি মাসিক ম্যাগাজিনে বছরে মোট ১২ টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ✸ বৈশাখ সংখ্যা ✸ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ✸ আষাঢ় সংখ্যা ✸ শ্রাবণ সংখ্যা ✸ ভাদ্র সংখ্যা ✸ আশ্বিন সংখ্যা ✸ কার্ত্তিক সংখ্যা ✸ অগ্রহায়ণ সংখ্যা ✸ পৌষ সংখ্যা ✸ মাঘ সংখ্যা ✸ ফাল্গুন সংখ্যা ✸ চৈত্র সংখ্যা।

বিশেষ বৈশিষ্ট্য- ✸ কবিতা ✸ গল্প ✸ প্রবন্ধ ✸ ছড়া ✸ নবীন ও প্রতিষ্ঠিত লেখকদের লেখা ✸ পুস্তক ও অনলাইন - দুই মাধ্যমে একযোগে প্রকাশ।

অচেনা অতিথি ম্যাগাজিনের অনলাইন সংস্করণ

অচেনা অতিথি একটি সাহিত্য ম্যাগাজিন, যা নিজস্ব ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ইন্টারনেট/অনলাইন সংস্করণে প্রকাশিত। ইন্টারনেট সংযোগ থাকলে স্মার্ট ফোনসহ যে কোনো মাধ্যমে এই ম্যাগাজিন পড়া ও দেখা যায়।

অচেনা অতিথি ম্যাগাজিন কর্তৃক প্রদত্ত সাহিত্য সম্মানসমূহ

✸ অচেনা অতিথি সাহিত্য সম্মান ✸ অচেনা অতিথি কবিরত্ন সাহিত্য সম্মান ✸ অচেনা অতিথি সাহিত্যরত্ন সাহিত্য সম্মান ✸ অচেনা অতিথি সাহিত্যজ্যোতি সাহিত্য সম্মান ✸ অচেনা অতিথি জীবনজ্যোতি সাহিত্য সম্মান ✸ অচেনা অতিথি শারদ সাহিত্য সম্মান ✸ অচেনা অতিথি বর্ষসেরা সাহিত্য সম্মান ✸ অচেনা অতিথি স্বীকৃতি প্রদান পত্র ✸ অচেনা অতিথি সম্মাননা পত্র ✸ অচেনা অতিথি মেডেল ✸ অচেনা অতিথি মেমেন্টো।

✸ ঘোষণা ঃ উপরোক্ত সকল সাহিত্য সম্মান অচেনা অতিথি সাহিত্য ম্যাগাজিনের নিজস্ব সাহিত্য মূল্যায়ন ও সম্পাদকীয় সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রদান করা হয়। এই সম্মানসমূহ সম্পূর্ণরূপে বেসরকারি সাহিত্য সম্মান, এর সঙ্গে কোনো সরকারি, আধা-সরকারি বা রাষ্ট্রীয় সংস্থার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক নেই।

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনের স্বেচ্ছামূলক পৃষ্ঠপোষকতা আহ্বান

বাংলা সাহিত্য টিকে থাকুক, এগিয়ে যাক। বাংলা সাহিত্যচর্চার ধারাকে বাঁচিয়ে রাখতে ও আরও দূর-দূরান্তে পৌঁছে দিতে আমাদের এই ছোট প্রয়াস। এই সাহিত্য অভিযাত্রায় আপনার স্বেচ্ছামূলক সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা আমাদের পথচলাকে আরও মজবুত করবে। আপনার সামান্য সহায়তায়ও প্রাণ পাবে একটি সাহিত্যের স্বপ্ন। আপনার পাশে থাকা মানেই- সাহিত্যের পাশে দাঁড়ানো। স্বেচ্ছামূলক সহায়তা/পৃষ্ঠপোষকতা পাঠানোর মাধ্যম : 9679856633 (Google Pay/Phone Pe/Paytm)। বিঃদ্রঃ- এটি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলক সহায়তা। এর সঙ্গে কোনো প্রকার বাধ্যবাধকতা, বাণিজ্যিক লেনদেন বা লাভের প্রতিশ্রুতি জড়িত নয়।

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

ॐ
শ্রদ্ধাঞ্জলি

যাঁরা আমাদের জীবন ও সাহিত্যের পথ আলোকিত করে নীরবে বিদায় নিয়েছেন, তাঁরা স্মৃতির সীমায় আবদ্ধ নন। তাঁদের শব্দ, অনুভব ও সৃষ্টির রেশ আজও আমাদের চিন্তায় ও পাতায় প্রবাহিত। অচেনা অতিথি, গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করে সেই সকল প্রিয় সাহিত্যস্রষ্টা ও পাঠককে, যাঁদের উপস্থিতি আমাদের পথচলাকে সমৃদ্ধ করেছে। স্মরণে, সৃষ্টিতে ও ভালোবাসায় তাঁরা চিরকাল আমাদের সঙ্গে থাকবেন। সকলের প্রতি আমাদের বিনম্র প্রণাম।

সম্পাদকীয়

চৈত্র মানেই শেষের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়ানো। পুরনো বছরের ক্লান্তি, রোদে পোড়া দিন, ধুলো- হাওয়ার ভেতরেও লুকিয়ে থাকে নতুনের প্রস্তুতি। এই মাস বিদায় নিতে শেখায়— নীরবে, কিন্তু দৃঢ়ভাবে।

অচেনা অতিথি-র চৈত্র সংখ্যায় সেইসব লেখা জায়গা পেয়েছে, যেখানে হিসাবের খাতা বন্ধ করে মানুষ নিজের ভিতরের দিকে তাকায়। কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধে ধরা পড়েছে আত্মসমীক্ষা, স্মৃতির ভার আর সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাহস।

এই চৈত্রে আমাদের বিশ্বাস— শেষ মানেই থামা নয়, শেষ থেকেই শুরু হয় নতুন পথচলা। পাঠক ও লেখকের এই যাত্রায় অচেনা অতিথি পাশে থাকুক, এটুকুই আমাদের কামনা।

— সম্পাদক, অচেনা অতিথি

পাঠকের মতামত

পাঠকের কলমে

প্রিয় সম্পাদক,

ফাল্গুন সংখ্যার অচেনা অতিথি পড়ে পাঠক হিসাবে গভীর আনন্দ পেয়েছি। বসন্তের আবেশে কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধে যে আবেগী ও সংবেদনশীল প্রকাশ ঘটেছে, তা মনকে স্পর্শ করেছে। লেখাগুলিতে চিন্তার গভীরতা ও ভাষার সৌন্দর্য স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। এমন যত্নবান ও মননশীল সাহিত্য উপহার দেওয়ার জন্য আপনাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। অচেনা অতিথি তার নিজস্ব সাহিত্যস্বরে আরও এগিয়ে যাক— এই কামনা রইল।

ইতি— একজন পাঠক

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

রাশিফল

নক্ষত্রপথিক

চৈত্র-১৪৩২ মাসের সাম্ভাব্য রাশিফল

(গ্রহ ও নক্ষত্রভিত্তিক সংক্ষিপ্ত সতর্কীকরণসহ)

মেষ ঃ কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ততা বাড়বে। গ্রহগত প্রভাবে ধৈর্য ধরে চললে সাফল্য মিলবে।

বৃষ ঃ অর্থনৈতিক বিষয়ে স্থিতি আসবে। নক্ষত্র অনুকূলে থাকায় পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে।

মিথুন ঃ যোগাযোগ ও পরিকল্পনায় সাফল্য। গ্রহের প্রভাবে নতুন সুযোগ আসতে পারে।

কর্কট ঃ দায়িত্ব ও চিন্তা বাড়বে। নক্ষত্র পরিবর্তনে মানসিক শান্তি বজায় রাখা জরুরি।

সিংহ ঃ সম্মান ও প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। গ্রহগত কারণে অহং সংযত রাখা শ্রেয়।

কন্যা ঃ কাজে দক্ষতা বাড়বে। নক্ষত্র অনুকূলে থাকায় আর্থিক লাভের যোগ।

তুলা ঃ সম্পর্কে ভারসাম্য বজায় থাকবে। গ্রহগত প্রভাবে সিদ্ধান্তে স্থিরতা আনুন।

বৃশ্চিক ঃ পরিকল্পিত কাজে সাফল্য। নক্ষত্রের প্রভাবে গোপন বিষয় প্রকাশ এড়িয়ে চলুন।

ধনু ঃ শিক্ষা ও জ্ঞানে অগ্রগতি। গ্রহের প্রভাবে ভ্রমণ বা পরিবর্তনের যোগ।

মকর ঃ পরিশ্রমের ফল মিলবে। নক্ষত্র অনুকূলে থাকায় কর্মস্থলে স্থায়িত্ব আসবে।

কুম্ভ ঃ নতুন ভাবনা বাস্তবায়নের সময়। গ্রহগত প্রভাবে সামাজিক যোগাযোগ বাড়বে।

মীন ঃ সৃজনশীল কাজে সাফল্য। নক্ষত্র প্রভাবে আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন।

* গ্রহ ও নক্ষত্রভিত্তিক সতর্কীকরণ নোট ঃ চৈত্র মাসে গ্রহ ও নক্ষত্রের পরিবর্তনের ফলে পুরনো কাজ শেষ করা ও নতুন পরিকল্পনায় সংযম রাখা শুভ। তাড়াহুড়ো ও অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক এড়িয়ে চললে মাসটি শান্তিপূর্ণ কাটবে।

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

উৎসর্গ

আমি আমার এই কবিতাটি আমার মাতা স্বর্গীয়া অন্নপূর্ণা দাস ও ভগিনী স্বর্গীয়া নিরূপমা দাস মোদক-কে উৎসর্গ করলাম।

কবিতা

ইন্দ্রনাথ দাস
(অচেনা অতিথি সাহিত্য
সম্মান প্রাপ্ত কবি)

ইজ্জত

হেথা খুঁজি, হোথা চাই;
দেখিতে নাহি পাই।
ফাঁকা আকাশে বুলি ভাই;
ইজ্জতের দেখা নাহি পাই।
রয়েছে যেটা পড়ে এক ভগ্ন;
দৃষ্টিবিহীন নোংরা নগ্ন।
হায়! ঈশ্বর তথা প্রকৃতি;
এখানেই কি কলির সংস্কৃতি।
তাহলে মাঃভৈঃ বলে পথ চলো;
কাঁধে ঠাকুরের তালের ও বোলের ঝোলা।
জাতীয়তাবাদী আসে সনাতনী;
কর্ম্মধারায় গ্রহ ন্যায়ের বাণী।
আগামী প্রতিটি অন্ধকার;
ভোরের পূব গগণের সূর্য্যভার।

এক বিচিত্র বর্ণময়ে মাটির;
উপরে সবুজের প্রকৃতির।
দৃষ্টির সাথে সাথে চলুক;
সনাতনী কর্ম্মধারার দিগন্ত খুলুক।
তাই ঘাড়ে নিয়ে চলে শান্তির সত্য;
স্বীকৃতিযুক্ত আসল তথ্য,
হয় না কোনো মতে যেন ইজ্জত ব্রাত্য।

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

ছড়া

অতসী নাথ রায়
(অচেনা অতিথি সাহিত্য
সম্মান প্রাপ্ত কবি)

রূপম্

'চক্‌চক্ করলেই সোনা হয় না', —
এ কথাটা তুমি যেন মেনে নিও না।
ঐ দেখ চাঁদটাকে ঝক্‌ঝকে রাজা,
আমরা সক্কলেই যেন ওর প্রজা।
কিন্তু ঐ চাঁদটার নেই কোন আলো,
সূর্য-আলোর দয়াতেই করে ঝলোমলো।
চাঁদটাতে যাও যদি খাদ শুধু খাদ,
মনটাকে নাড়া দেবে পৃথিবীর স্বাদ।
তবু কেন চাঁদ পানে চাহি সকলে,
চক্‌চকে চাঁদ-রূপে ভুলি আসলে।

ছড়া

অতসী নাথ রায়
(অচেনা অতিথি সাহিত্য
সম্মান প্রাপ্ত কবি)

শুনতে চাই

ঝির্‌ঝিরে - বৃষ্টি,
ফুরফুরে মিষ্টি।
মনটা যায় কোথা?
জান যদি সে কথা;
ভয় নেই বলো ভাই,
আমি শুধু শুনে যাই।

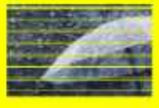

কবিতা

দ্বিজেন দাস
(অচেনা অতিথি সাহিত্য
সম্মান প্রাপ্ত কবি)

গোলাগুলি

গোলারে গোলা
গুলিরে গুলি,
কি ওড়াবি
মাথার খুলি?
আর ওড়াবি
ধানের গোলা?
গুলিরে গুলি
গোলারে গোলা।

বেশ করবি
তাক করে মার?
চাঁদমারি কর
বুকটাকে তার।
লাশ ফেলে দে
রক্তে ভাসা,
দেশটাতে তো
মানুষ ঠাসা।

মানুষ কিছু
কম হলে কি?
বারুদ ছাড়া
দিন চলে কি?
লাশদের খুব
বাড় বেড়েছে,
রক্তে ভেসেও
পোজ মেরেছে।

ফটো গ্রাফার
তুলছে ফটো,
লাগছে কেমন
খটো মটো।
মানুষ নাকি
সেরা প্রাণী,
তাই নাকি
এ হানাহানি।

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

কবিতা

মিহির হালদার
(অচেনা অতিথি সাহিত্য
সম্মান প্রাপ্ত কবি)

অবিদেহ

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত হারাতে বসেছে মাধুর্যতা,
সভ্যতার বাসস্থান কদর্যতার ম্লান কুটিরে—
অতীতের পৃষ্ঠা ঢেকেছে অশ্লীলের কালো মেঘ,
আদর্শ-লুকিয়ে আছে তার চার দেওয়ালের বদ্ধ সীমায়।

ক্রমে ক্রমে মলিন হয়ে যাচ্ছে প্রকৃতির শ্রী
সমাজ গ্রাস করে নিচ্ছে নারী জাতির সম্মান।
শিকেয় উঠেছে অবগুণ্ঠনে তুলসীতলা,
ফ্যাকাশে হচ্ছে নারী জাতির জননীর আসন।

লজ্জা-লজ্জা-লজ্জার আসনে লাল কালি
ঋতুরাজ কালো চশমায় চোখ ঢেকেছে—
নগ্নতা-অশ্লীলতা-কদর্যতা-সীমানার বাহিরে।

মানুষ নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে বেঁচে আছে মাত্র
"মানুষ" হয়ে চলার রাস্তায়
বাধা দিচ্ছে নির্লজ্জের কীট পতঙ্গ।

নারী স্বাধীনতা পেতে পেতে পৌঁছাবে কোন গন্তব্যস্থলে
তা জিজ্ঞাস্য—
সাবধান! শীঘ্রই নামতে বসেছে ঘোর কালো অন্ধকার।

কবিতা

শ্রেয়ম পালুই
(অচেনা অতিথি সাহিত্য
সম্মান প্রাপ্ত কবি)

দেশহীন আকাশ

যুদ্ধ শুরু হয়েছিল
কিছু কাগজে আঁকা রেখা থেকে,
কিন্তু শেষ হলো
একটি শিশুর ভাঙ্গা ঘুমে।

শহরগুলো পুড়ে যায় মানচিত্রে
বাস্তবে শুধু
মায়ের কোলটাই ছাই হয়,
বাবার নাম হারিয়ে যায় পরিচয়ে।

শরণার্থী মানে
কোনো দেশের নাগরিক নয়,
শরণার্থী মানে
একটি প্রশ্ন,
আমরা কার?

তাঁবুর ভেতর সময় থেমে থাকে,
ভাতের লাইনে দাঁড়িয়ে
মানুষ গুণতে গুণতে
মানুষ হওয়া ভুলে যায়।

আকাশ সবার জন্য এক,
কিন্তু বোমা নামলে
সে আর নিরপেক্ষ থাকে না,
মাটি তখন কেবল লাশ চেনে।

বিশ্ব তখন খবর দেখে,
সংখ্যা গোনে, ত্রাণ পাঠায়,
কিন্তু কেউ শোনে না
নিঃশব্দ কান্নার ভাষা।

যুদ্ধ একদিন থামে,
চুক্তিতে সই পড়ে,
কিন্তু যে শিশু
ঘুমোতে ভয় পায়,
তার যুদ্ধ কোনোদিন
শেষ হয় না।

এই পৃথিবী এখনো
বেঁচে আছে,
কারণ কিছু মানুষ
ধ্বংসের মাঝেও
মানুষ হয়ে থাকতে চায়।

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

কবিতা

সত্যনারায়ণ সৎপথী
(অচেনা অতিথি সাহিত্য সম্মান প্রাপ্ত কবি)

কোয়েলার মত

প্রশান্ত বনবায়,
অনন্ত নীলিমায়,
মনটা হারিয়ে
যেতে চায়।
বহুপথ ঘুরে, ফিরে,
অজয় নদের তীরে,
বসে আছি তালীবনছায়।
মন, কোয়েলার মত
ডানা মেলে অবিরত
সুনীল আকাশে
উড়ে যায়।
সেই খানে, নন্দনে,
সে গান শোনায়।

কবিতা

বিশ্বজিৎ ঘোষ
(অচেনা অতিথি সাহিত্য সম্মান প্রাপ্ত কবি)

যুদ্ধ সবে শেষ

যুদ্ধ সবে শেষ! এখনও আকাশে—
বাতাসে বারুদের গন্ধ। চারিদিকে ছড়িয়ে
রয়েছে— আহত নিহতদের লাশ। ভরিয়ে দিচ্ছে
চারিদিক, তাদের ও আত্মীয়দের আর্তনাদ।
আর, এর মাঝেই রয়েছে- জয়ের উল্লাস—
জয় মহারাজ জয়চন্দ্রের জয়! ... ঐ; ঐতো—
মহারাজ আবার জয়লাভ করেছে। মুক্ত করেছে—
আমাদেরকে শত্রুর কবল থেকে।

গাড়ী অ্যাক্সিডেন্টে, আহত হয়ে সারিনী ম্যাডাম্,
হাসপাতালে-তিন দিন তিন রাত মৃত্যুর সঙ্গে পাঁঞ্জা-
লড়ে শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করেছেন।
তাঁর মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে,
মন্ত্রীরা এমনকি শিক্ষা মন্ত্রীও শোকবার্তা জানিয়েছে,
আর শিক্ষা ক্ষেত্রেও অভাবনীয় ক্ষতি হয়ে গেল।

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

কবিতা

পুতুল ভট্টাচার্য
(অচেনা অতিথি সাহিত্য সম্মান প্রাপ্ত কবি)

ঋণী তাঁদের কাছে

আসানসোলের কুমার পুরে রাশু মিঞার বাড়ি।
চাকরি বাকরি সয়না ধাতে চালান নিজের গাড়ি।
বিবি পড়েন শরৎচন্দ্র, রাশু কোরান-শরীফ
গাড়ি তিনি ভালই চালান সবাই করে তারিফ।
সেই গাড়িতে ঘুরতে গেলেন পাতনো ভাই বিবির
জীবনকৃষ্ণ নাম সে ভাই-এর রোগী তিনি টি.বি.-র।
আরে না না! টি.বি. কোথায়? রক্তাল্পতায় ভোগেন রাতদিন
ভাল মন্দ খাননা কিছুই শরীরটা তাই ক্ষীণ।
ঘুরতে গিয়ে পুরীধামে নিলেন তিনি শয্যা।
হায় হায় এখন কিযে হবে! এ যে বিষম লজ্জা।

ডাক্তারবাবু বলেই গেলেন "রোগটা বেজায় শক্ত"
নিদেন পক্ষে চাই এ রোগীর বোতল দুয়েক রক্ত।
'হে জগন্নাথ' লর্ড অফ দা ওয়ার্ল্ড আমি তোমার ভক্ত
দাওনা বলে বিপদকালে কোথায় পাব বাঁচার জন্য রক্ত।
ভগ্নীপতি এগিয়ে আসেন, 'রক্ত দেব আমি
কত তোমায় ভালবাসি জানেন অন্তর্যামী।
হোটেল মালিক অভয় দিলেন 'চিন্তা কিসের ভাই?
ট্যুরিস্টরা সব লক্ষ্মী আমার, তাদের টাকার খাই'।
রক্ত দেব, টাকা দেব, খরচ যা চাও তুমি নিও
সুস্থ হয়ে বাড়ি গিয়ে এম.ও. করে ফেরৎ দিও।
কিছু কিছু ভাল মানুষ আজও দেশে আছে
আমরা সবাই জনে জনে ঋণী তাদের কাছে।

বাউল গান ও কবিতা

সচ্চিদানন্দ গিরি
(অচেনা অতিথি সাহিত্য সম্মান প্রাপ্ত কবি)

মানুষ চেনা দায়

মানুষ চেনা দায় হায়
"মানুষ চেনা দায়।"
সুন্দর এই দুনিয়ায়
মানুষ পাই কোথায়।।
মানুষের মনুষ্যত্ব বিবেক কিছুই তো নাই,
দুঃখের সময় মনের মানুষ মেলে নাগো তাই।
কেবা বুঝবে বল হায়
মানুষ কুলে জন্ম নিলে মানুষ কয় না তায়।
দিনে সাধু রাতে পশু নামাবলী গায়,
কত রকম মানুষ দেখলাম এসে দুনিয়ায়।
পেয়েছিলাম অমূল্যধন
কত সাধের মানুষ জনম বিফলেতে যায়।
মানুষ তো মানুষ গড়ে বলে সচ্চিদানন্দ তাই,
আবার অমানুষ করে কতই শুনিতে পাই।
লোভ লালসায় রাগ হিংসায়
মানুষ মানুষকে মারে আবার মানুষই বাঁচায়।।

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

বাউল গান ও কবিতা
সচ্চিদানন্দ গিরি
(অচেনা অতিথি সাহিত্য সম্মান প্রাপ্ত কবি)

মা মনসার দয়ার মহীমা

জয় জয় মা মনসা
তোমার মহীমার তুলনা নাই।
ভক্তের দয়ার ফলে সাপের কামড়ে
পূর্ণজনম জীবন ফিরে পাই।।
মায়ের সেবায় দুটি পদ ভরসায়,
সর্পাঘাতে মরা মানুষ প্রাণ পায়,
মহাত্মা উদ্ধার কর মাগো
চরণে দাও ঠাঁই।।
জীবন দিয়ে বাঁচাও মাগো
হওনা নিষ্ঠুর,
জানি ওগো মা মনসা
দুঃখ কর গো দূর।
মা মনসা ভক্ত সচ্চিদানন্দ,
বীণ বাজিয়ে শোনাই মনসানন্দ,
দেখাও মাগো দয়া কেমন
পূরাও মনবাঞ্ছা তাই।।

———

গান ও কবিতা
সচ্চিদানন্দ গিরি
(অচেনা অতিথি সাহিত্য সম্মান প্রাপ্ত কবি)

সরস্বতীর চরণ বন্দনা

সরস্বতী মাতা শুধু
তোমার চরণ ভরসা,
বিদ্যাদানী বীণাপানি
হংসবাহিনী করনা গো নিরাশা।।
আমি পড়ে বিদ্যান হব,
তোমার চরণ পূজায় রব,
বিশ্বাসে মাগো পাই যেন সদা
করুণা সহসা।।
সরস্বতী মাতা বিশ্বাসে হব
চরণে অধিকারী,
চরণে মা ভক্তি সেবায়
মুছাও নয়ন বারি।।
ছাত্র আমি সচ্চিদানন্দ,
তোমার চরণ বন্দনানন্দ,
আশীর্বাদে একটু দয়ায়
মিটাও আশা পিপাসা।।

———

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

বাউল গান ও কবিতা
সচ্চিদানন্দ গিরি
(অচেনা অতিথি সাহিত্য সম্মান প্রাপ্ত কবি)

মানসিক পূজা

কালী মাকে মানসিক করেছি
চাকরী পাবো বলে।
চাকরী পেলে পূজা করব
মায়ের চরণ তলে।।
ওমা বারে বারে ডাকব তোমায়,
মা হয়ে গো পালাবি কোথায়,
চাকরী না পেলে হায়,
কাঁদব চোখের জলে।।
এম.এ. পাশ ছাত্র আমি
চাকরীর জন্য কর মা করুণা,
অভাবেতে দিন কাটাব
মায়ের দয়া কি পাব না।
কালী ভক্ত সচ্চিদানন্দ,
তোমায় মানসিকতানন্দ,
চাকরী হোক আশীবাদানন্দ;
দাও মা শক্তির ফলে।।

———

বাউল গান ও কবিতা
সচ্চিদানন্দ গিরি
(অচেনা অতিথি সাহিত্য সম্মান প্রাপ্ত কবি)

একটা পয়সা দাও

একটা পয়সা দাও গো বাবু
"একটা পয়সা দাও।"
অভাবেতে উপোস থাকি
একটু দয়া নাও।।
ঘরেতে আহার নাই,
ওষুধের পয়সা চাই,
একটা পয়সা দাও তাই;
সহানুভূতি দিয়ে যাও।।
দুঃখে দুঃখে দিন যায় গো
পেলাম নাতো সুখ,
চোখের জল মুছায়ে কেবা
ঘুচাবে আমার দুঃখ।।
বাবুগণ আমার সম্বল,
পয়সার অভাবে চোখে জল,
মানুষের দয়া শক্তি বল;
সচ্চিদানন্দ বাঁচাও।।

———

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

হাস্যকৌতুক

দিগম্বর ভান্ডারী

(অচেনা অতিথি সাহিত্য সম্মান প্রাপ্ত সাহিত্যিক)

পঞ্চরস

(১)

এক হিন্দিভাষী দোকানদার ছোট মেয়েকে বসিয়ে একটু বাইরে গেলেন, এমন সময় এক যুবক খদ্দের দোকানে এসে কিছু জিনিস নিয়ে বলেন, কিত্না হুয়া মেরা?

মেয়েটি হিসাব করে বলে এক্ কিস (একুশ) দিজিয়ে।

যুবকটি ঝট্ করে মেয়েটির গালে একটি কিস করে।

মেয়েটি প্রথমে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায় বলে এ - ক্যায়া হুয়া?

কুছ নেহি আপনে তো বলি এক কিস্ তো ম্যায়নে এক কিস দে দিয়া, ম্যায়নে মজাক কিয়া। পরে যুবকটি ত্রিশ টাকা দিয়ে বলে লো কাট্ লো

এবার মেয়েটিও কম যায় না, জোর করে যুবকের টাকা ধরা হাতটা কামড়ে ধরে। আরে আরে ছোড়!

মেয়েটি বলে, আপনে তো বলে জি, কাটলো তো ম্যায়নে ভি কাট্ লিয়া, ই ভি মজাক সমঝ্ লিজিয়ে।

(২)

ডাক্তারবাবু- এই ওষুধ দিলাম এক দাগ করে খাবার পর আর এই সিরাপটা যেমন লেখা আছে সেভাবেই চলবে। দু-দিন পর রোগী এসে বলে কি ওষুধ দিলেন ডাক্তারবাবু কিছুই হ'ল না! দেখুন সব দাগ খেয়ে ফেলেছি, শিশিতে একটাও দাগ নেই (কাগজ সাঁটানো) ।

ডাক্তার— আরে পাগল দাগ খেতে বলিনি, ওষুধ খেতে বলেছি, দাগ গুলো পরিমান; আর সিরাপটা খেয়েছো—

রোগী— হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, লেখা আছে সেক ওয়েল বিফোর ইউজ, আমি তাইতো করেছি, খাবার আগে খুব নাচন-কোদন করেছি খুব কষ্ট করে।

ডাক্তারবাবু— আরে পাগল রোগী নাড়াতে নয় ওষুধটা নাড়াতে বলেছি। আমাকেও পাগল বানাবে দেখছি।

(৩)

জবা আমি আজ আসিরে কাল তাহলে লাইব্রেরীতে দেখা হচ্ছে, আর হ্যাঁ স্বাহা, মালা সবাই থাকবে বুঝলি। এই সব নাম শুনে পার্কে বসা বৃদ্ধ থাকতে না পেরে বলে, মা, কিছু মনে করো না একটা কথা জিজ্ঞেস করতাম।

ঐ যে বললে জবা, কিন্তু ওতো ছেলে,

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

হ্যাঁতো, কেন জবা বললাম, ওর নাম জয়ন্ত বাসু তাই ওকে জবা ডাকি আর ঐ সব বন্ধুরা স্বাহা হলো স্বাতীলেখা হালদার, আর মালা হলো মানস লাহিড়ী।

ও আচ্ছা আমাদের সময় এইসব প্রচলন ছিল না থাকলে কি হতো কে জানে?

— কেন কাকু কি হতো?

আমার নাম গগন রুদ্র আর ঐ যে বসে আছেন ওর নাম গার্গী ধাড়া। তাহলেই বোঝো, আর ঐ আসছে ওর নাম হারান গুহ, সাথে আছে পালান দুয়ারী।

(৪)

অফিস থেকে ফিরে

স্বামী- জানো আজ আমাদের বার্ষিক সভার অনুষ্ঠান ছিল, আমাদের পাঁচ বন্ধু কর্মী পাঁচ লাখ টাকা করে পুরস্কার পেল।

স্ত্রী- ঐ পাঁচ জন পেল আর তুমি এমন অপয়া তুমি পেলে না?

স্বামী-আরো ওরা বছরের মধ্যে একশ দিনের বেশী কামাই করেছে।

স্ত্রী- ও তাই বলো, আর তোমাকেও বলিহারি যাই অত প্রতিদিন অফিস যাবার কি দরকার, দেখলে কেমন ওরা কামাই করে পাঁচ লাখ টাকা পুরস্কার আর তুমি লবডঙ্কা। গেল তো আমার পাঁচ লাখ টাকা।

স্বামী- পড়েছি, ওতে লেখা কাল থেকে আর অফিসে আসার দরকার নেই। চাকরী নট।

(৫)

জনগণনা চলছে...

বাড়ী বাড়ী গিয়ে গণনাকারীরা নাম পঞ্জীকরণ করছেন। আদিবাসী পাড়াতে এক বাড়ীতে গণনাকারীরা এসে—

গণনাকারী— এই বুড়ি তোর নাম কি?

বুড়ি— নাম ত একখানাই ছিল এখন দুটা হঁয়ে গেল কুনটা বুলব?

গণনাকারী— এখন দুটো কি করে হোল?

বুড়ি— ঐ যেতুরা বুললি বুড়ি, উটা একটা আর আরেকটা আমার মায়ে দিছে সন্জামুনি।

গণনাকারী- বয়স কত?

গণনাকারীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বলে, বুঝলি বুড়ি ঐ ষাট লিখে দিলাম মানে তিন কুড়ি।

বুড়ি— হঁ বুইলম্

গণনাকারী— বাপের নাম কি?

বুড়ি— ঐ - ট -ও আন্ডাজেই লিখে লে কেনে, বয়েসট লিখে দিলি আর উটা লারবি খুব পারবি....

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

প্রবন্ধ

শিবন কুমার ঘোষ

(অচেনা অতিথি সাহিত্য সম্মান প্রাপ্ত সাহিত্যিক)

বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ

মনুষ্য জন্মই হলো ঈশ্বরের আশীর্বাদ। সমস্ত মানুষেরই সমাজের প্রতি কিছু দায়বদ্ধতা থাকে, কিন্তু কতজন তা পালন করে? বর্তমানে মানুষ বড় অসহায়। সারা দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা। সমগ্র সমাজ নিজেদের সুবিধা মতো করে বিভিন্ন মণীষীদের বাণী প্রচার করে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ, নিজের স্বার্থ পালনে ব্যস্ত। এই অবস্থায় একজন বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের আবির্ভাব একান্ত প্রয়োজন। স্বামী বিবেকানন্দ ১২ই জানুয়ারী, ১৮৬৩ সালে কলকাতার দত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন হাইকোর্টের এটর্নি। মাতা শ্রীমতি ভুবনেশ্বরীদেবী ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা। স্বামীজী যে কেবল পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের কাছ থেকেই শক্তি সাধনার সূত্র পেয়েছিলেন তাই নয়, স্বামীজীর জন্মের সময়ে তাঁর ধর্মশীলা গর্ভধারিনী মা ভুবনেশ্বরীদেবী কালীঘাটের শ্রীশ্রী কালিদেবীর নিকট তাঁর শিশু পুত্রের সার্বিক কল্যাণ মানত করেছিলেন। স্বামীজী বাল্যকাল থেকেই খুব ধর্মপ্রাণ ছিলেন, সাথে দুরন্তপনাও ছিল। সত্যাশ্রয়ী ও স্পষ্টবাদিতা ছিল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ। তিনি মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত হন। এই সময় থেকে এই বীর সন্ন্যাসীর কর্ম জীবন শুরু হয়। দরিদ্র ভারতবাসী, পীড়িত ভারতবাসী, ইংরেজ শাসকের হাতে নির্যাতিত ভারতবাসীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। একটা সময় ছিল যখন ইংরেজরা বলতো "there are some cats and dogs in India" । এই সময় শাসককুল ভারতীয়দের মর্যাদা দিতো না। স্বামীজী এই সময় ধর্মকে প্রকাশের চেষ্টা শুরু করলেন। ভারতের ধর্ম এবং মনুষ্য সমাজকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা করতে এক কঠিনতম কাজ হাতে নিলেন। এক সময় শিকাগো ধর্ম সভায় মাত্র পাঁচ (৫ মিনিট) বক্তব্য রাখার অনুমতি পেলেন। তিনি বক্তব্যের শুরুতেই "sister and brother" বলে সম্বোধন করে সমস্ত আমেরিকাবাসীকে মুগ্ধ করেন। তিনি প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে ভারতের হিন্দু ধর্ম, বেদ-বেদান্ত, মুনি-ঋষিদের অদ্বৈত্যবাদ বিষয়ে বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখেন, যাতে সমগ্র বিশ্ব চমৎকৃত ও রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষে যে সত্যিকারের কাজের মানুষ (শিক্ষিত) বাস করে, বিশ্ববাসীর মনে সেই ধারণা জন্ম নেয়। তিনি সারা বিশ্ব পরিক্রমা করে বিশ্বের মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করেন যে, ভারতের মতো এতো সুন্দর রীতি, নীতি, ধর্ম, সভ্যতা, জ্ঞান ও কর্মের লীলাভূমি আর কোথাও পাওয়া অসম্ভব। স্বামীজীই বলেছিলেন "জীবকে শিব জ্ঞানে" সেবা করাই পরম ধর্ম। তিনি আরো বলেছিলেন- দরিদ্র ভারতবাসী, মুর্খ ভারতবাসী, পীড়িত ভারতবাসী, অচ্ছুৎ ভারতবাসী আমার ভাই। তাঁর প্রচারে ছিল নারী শিক্ষিত হলে নিজের বিচারের ক্ষমতা বাড়বে, চারিত্রিক দৃঢ়তা বৃদ্ধি পাবে। স্ব-নির্ভর হতে শিখবে। ১৮৮৭ থেকে ১৯০২ এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্বপ্নের মঠ, মন্দির ও অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করেন।

ভাবতে অবাক লাগে এ বছর তাঁর জন্মদিনে সমস্ত রাজনৈতিক দল তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য শিমলা স্ট্রিট-এ উপস্থিত হয়েছিলেন। তাদের বক্তব্য স্বামীজী তাদের একান্ত লোক, তাঁর প্রতি তাদের অগাধ আস্থা, কিন্তু স্বামীজীর দৃষ্টি আলাদা ছিল। ফুটবল খেলো দলের সংহতি বাড়বে, স্বাস্থ্য সুঠাম করার জন্য মাটি কোপাও, মন্দিরের দরজায় মাথা না ঠুকে দুঃখীদের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করো, নারীদের সম্মান করতে শেখো, জাত-পাত প্রভৃতি বিভেদ ভুলে সবাইকে আপন করতে শেখো। আসল কথা বিশ্বজনহিতায় সমস্ত জীবন ধরে অক্লান্ত ভাবে সঠিক ধর্মের প্রচার করেছিলেন এই বীর সন্ন্যাসী। তাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-

"রাজা নহ তুমি তাপস,
তুমি প্রাণের প্রিয়
ভিক্ষা ভূষণ ফেলিয়া পরিব
তোমার উত্তরীয়।
দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন
তোমার অগ্নি বচন তাই আমাদের দিও,
রাজা নহ তুমি হে মহা তাপস,
তুমিই প্রাণের প্রিয়।।"

———

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

গল্প

শ্রীলেখা চক্রবর্তী

(অচেনা অতিথি সাহিত্য সম্মান প্রাপ্ত সাহিত্যিক)

স্বাধীন

শুভ'র অনেক দিনের শখ একটা টিয়া পাখি পোষবে। মেদের হাট থেকে হাজার টাকার বিনিময়ে একটি সুন্দর, গলায় মালাযুক্ত টুকটুকে লাল ঠোঁটের টিয়া পাখি ক্রয় করে সে। নামকরণ করা হয় বেটুয়া। বেটুয়া মানে পুত্র। বেটুয়ার জন্য ছোলা, পাকা কাঁচা লংকা, আর আঙ্গুর কিনে নিয়ে আসে সে। বেটুয়া এক পায়ে ধরে কুটকুট করে আঙ্গুর খায় বেশ ভাল লাগে তার। সাত সকালে বেরিয়ে রাতে বাসায় ফিরে শুভ বাসা ফিরে বুট, কলা, আঙ্গুর খেতে দেয় বেটুয়াকে। বেটুয়া বেটুয়া বলে ডাকে শুভ পাখিটিকে। ব্যাটা টিয়া পাখি বড্ড বেরসিক, খাঁচার ভেতরে খালি তিরিং বিরিং করে। হঠাৎ শুভ'র বদলী হয় নিজ এলাকায়। বনগাঁ লোকাল আসতে একটু লেট হবে। বেটুয়াকে নিয়ে বনগাঁ রেল স্টেশনে বসে থাকে সে। অনেকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকায় অনেকে নাম জিজ্ঞেস করে। বিচিত্র অভিজ্ঞতা। ট্রেন আসে প্ল্যাটফর্মে। বেটুয়া সমেত উঠে পরে শুভ। ট্রেনে সহযাত্রীদের বেটুয়া সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে হাঁপিয়ে উঠে। রাতের ট্রেনে বেটুয়ার চোখে ঘুম নেই। সিটের নিচ থেকে হঠাৎ ইক্যা। ক্যা! শব্দ করে চেঁচিয়ে উঠে বেটুয়া। মনে হয় ইঁদুর দেখেছে বলে রাজু। বেটুয়া সমেত বাড়িতে এলে বরই খুশি হয় শুভর মা। ভরা পূর্ণিমা রাতে ছাদে বসে বেটুয়ার সাথে কথা বলে শুভ মাঝে মাঝে খাঁচার ফাঁক দিয়ে পা লেজ ধরে টান দেয়, সে ব্যাটা বড্ড ফাজিল খালি ক্যা ক্যা করে অন্য কথা বেটুয়ার মুখ থেকে বেড়োয় না। রাজস্থান থেকে প্রচুর আঙ্গুর নিয়ে আসে শুভর দাদা। প্রতিদিন আঙ্গুরফল পায় বেটুয়া কিন্তু কিছুতেই পোষ মানে না সে। হঠাৎ করেই একদিন শুভর চাকরিটা চলে যায়। বেকার হয়ে পরে সে, বেটুয়ার বুট কেনার টাকাও থাকে না। মা একদিন কথার ছলে বুট কেনার জন্য খোঁটা দেয় প্রচণ্ড অভিমান হয় খাঁচা সমেত বেটুয়াকে বিসর্জন দেওয়ার জন্য পুকুরে নিয়ে যায় সে, অনেকক্ষণ চুবিয়ে রাখার পর উপরে উঠায়। বেটুয়া একেবারে চুপসানো অবস্থায় মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে। চিৎ হয়ে দু' পা উপরের দিকে তুলে, হাঁ করে জিহ্বা বের করে বড়বড় শ্বাস নিতে থাকে। সে এক ভয়ানক দৃশ্য। শুভর মনে তীব্র বেদনা অনুভূক্ত হয়। প্রিয় বেটুয়াকে নিজ হাতে খুন করতে চলেছে সে। রোদে বেটুয়া কিছুটা সুস্থ হয়। ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চায় শুভ, নিজেকে ধিক্কার দেয় সে। অন্তত একটা পাখিকে মুক্ত করার বাসনা জাগে তার মনে। বাড়ীতে ফিরে আসে সে। খাঁচা খুলে মুক্ত করে বেটুয়াকে। অসুস্থ বেটুয়া প্রথমে বুঝতে পারে না, ধমকে তাকে উড়তে বলে শুভ। ধমকে হুস ফিরে বেটুয়ার। দুবার ভেজা ডানায় উড়তে গিয়ে ব্যর্থ হয়। তৃতীয়বারে উড়ে গিয়ে শুভদের বাড়ীর সামনের গাছে বসে পাখিটি। শুভ এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে বেটুয়ার পানে। বেশ কিছুক্ষণ পর বেটুয়া আবার উড়াল দেয়, এবার অজানার উদ্দেশ্যে মুক্ত আকাশে। শুভ হৃদয়ে হারানোর একটা ব্যাথা অনুভব করলেও মনে একটা প্রশান্তি অনুভব করে।

———

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

গল্প

উত্তম দে রায়

(অচেনা অতিথি সাহিত্য সম্মান প্রাপ্ত সাহিত্যিক)

সুখ পাখিটি ঘরে ফিরে এল

ছোটো স্টেশন। তবে একটা গোডাউন ছিল। এখন সেটা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। আগে মাল ট্রেনগুলো এসে দাঁড়াত। মাল ওঠানামা করত। অন্য রাজ্য থেকে চাল, গম, কয়লা, সিমেন্ট আরো কত কি আসত। তারপর সেগুলো আনলোড করে ট্রাকে লোড হয়ে বিভিন্ন জায়গায় চলে যেত। বিশেষ করে চাল আর গম এফ সি আই এর গোডাউনে চলে যেত। এখান থেকে যেত পাহাড়ের পাথর, পাট, বাঁশ, তামাক আর সুপারি। এসব মাল ওঠানোর নামানোর কাজের সঙ্গে ভজনের বাবা যুক্ত ছিল। এখানকার দু-একজন বাঁশের ব্যবসা করত। এখানে আশেপাশে প্রচুর বাঁশ হয়। সেই বাঁশ গরুর গাড়িতে করে স্টেশনে আসত। তারপর সেই বাঁশ মাল ট্রেনে লোড হয়ে রাজস্থান, গুজরাট, হরিয়ানা আরও কত রাজ্যে যেত। কিছু যেত কাগজের মিলে। ভজনের বাবা এই বাঁশ লোডিং এর কাজও করত। বেশ চলছিল সংসারটা। প্রকৃতির এই সংসারে সবকিছু সমান গতিতে চলে না। লীলাময়ের নিয়ম অন্য ধারায় চলে। ওলট পালট করে বিনাশের তীরে ফেলে দেয়। পরিবর্তনের মধ্যে বার বার নতুন করে চলাতে যে আনন্দ, সেটা আনন্দময়ই জানে।

রেল দপ্তর এই মাল গাড়ীর গুরুত্ব কমিয়ে দেয়। ব্যবসায়ীরা তখন বাধ্য হয়ে ট্রাকে করে মাল পাঠাত। ভজনের বাবা কাজ হারায়। ঠেলা ধরে। কিছুদিন চালানোর পর দেখল সংসারের প্রয়োজন এতে মিটছে না। তাছাড়া ভ্যান রিক্সা চলে আসাতে ঠেলাতে আর কেউ মাল তুলত না। তাই ঠেলা ছেড়ে দিয়ে ভ্যান রিক্সা ধরল। কিছুদিন পর বাজারে এসে গেল মোটর রিক্সা, অটো ভ্যান, টোটো ভ্যান আরো কত কি। এই দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সাথে আর নিজেকে খাপ খাইয়ে লড়াইয়ে রাখতে পারল না। লড়াইয়ের শক্তি কি আর মদের নেশা দিতে পারে। মদের নেশা বাঁচার শক্তি দেয় না। ঐ নেশা একদিন সমস্ত শক্তিকে নিংড়ে নিয়ে বিদেহ করে দেয়।

মা অন্যের বাড়ীতে কাজ করে ভজনকে মানুষ করতে লাগল। পড়াশুনা সামান্যই হল। একদিন মা অসুস্থ হয়ে ঘরে পড়ে গেল। ভজন তখন সংসারের হাল ধরার চেষ্টা করল। বয়স আর কত হবে ভজনের, বারো কি তেরো। স্টেশনের কাছে এক কাকুর হোটেলে কাজ পেল থালা বাসন ধোয়া আর টেবিল মোছার। বিনিময়ে দু বেলা ভাত খেতে পারত আর মার জন্য টিফিন বাটিতে করে নিয়ে যেত। এভাবে চলল বেশ কয়েক বছর। এক কাকুর কথা মত ঐ কাজ ছেড়ে দিয়ে স্বাধীন ব্যবসা শুরু করল। কখনও ঝাল মুড়ি, কখনও বাদাম, ছোলা ভাজা বিক্রি। স্টেশন রেল যাত্রীদের কাছে বেচা কেনা ভালই হয়। মাঝে মাঝে অন্য স্টেশনে চলে যেত মাল বেচতে। সেখানে গিয়ে একটি মেয়ের সাথে আলাপ হল। স্টেশনের পাশেই থাকে। ক্রমে ভালোবাসা প্রেম। তারপর একদিন সিঁদুর পড়িয়ে ঘরে নিয়ে এল। মাকে বলল, "মা এই যে তোমার জন্য

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

বৌমা এনেছি।" বলে টুক করে দুজনে একটা প্রণাম সেরে নিল। মা হাসি মুখে ওদের বরণ করে নিল।

বছর গড়ায় সংসার আনন্দের ঢেউয়ের তালে নেচে চলে। কিন্তু নাতির মুখ দেখতে পায় না। অন্য অশান্তি আসে সংসারে ভজনের বউকে অনেক গঞ্জনা সইতে হয়। সুখ নামক পাখিটি কোথায় যেন হঠাৎ করে উড়ে চলে গেল। ঘরে সন্তান না থাকলে শত সুখেও যেন অসুখ।

একদিন সে আশাও পুরণ হল। ভজন তখন স্টেশনে ঝালমুড়ি বিক্রি করতে গেছে। আজ বেশ ভালই বেচা কেনা হয়েছে। তাই মনে বেশ সুখ। দু কলি গানও গেয়ে নিল। কিছুক্ষণ আগে দূর পাল্লার একটি সুপার ফাস্ট ট্রেন এসে চলে গেল। থু পাস। প্লাটফর্মের শেষ মাথায় একটা জটলা হয়েছে। লোকজন ছোটা ছুটি করছে। ভজন ছুটে গেল সেখানে। দু একজন আর পি এফ পৌঁছে গেল। একজন মহিলা ট্রেনে কাটা পড়েছে। সুইসাইড না এক্সিডেন্ট সেটা কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারছে না। আশেপাশের মানুষজন দেখে চিনতে পারল না। হয়তো বাইরে থেকে এসে এখানে সুইসাইড করেছে। এখানে মাঝে মাঝে এরকম ঘটনা ঘটে।। প্লাটফর্মের উপর ছোট একটা ব্যাগ পরে আছে। হয়তো ঐ মৃত মহিলার হবে। রেল পুলিশ থেকে ফটোগ্রাফার কিছু ফটো তুলে চলে গেল। তিন টুকরো হয়ে গেছে। রেলের ডোমেরা এসে লাশটা চটের মধ্যে ভরে বেঁধে নিয়ে চলে গেল। হয়তো পোস্টমর্টেম হবে তারপর বেওয়ারিশ লাশের সদগতি হবে যে রকমটা হয়ে থাকে। আর ঐ ফটোগুলো নির্দিষ্ট ওয়ালে টাঙানো থাকবে যদি কোনো আত্মীয় এসে খোঁজ পায়। কালের গতি থেমে থাকতে পারে না। মৃত্যুও গতিকে স্তব্ধ করতে পারে নাই। গাড়ী চলাচল আবার স্বাভাবিক হল।

স্টেশনের প্লাটফর্ম চত্বর আবার আগের মত সচল হল। ভুলে গেল সবাই এত বড় এই ঘটনাটা। এটা যেন নিত্য ঘটনা। কি অবলীলায় একটি জীবন শেষ হয়ে গেল। মানুষ নিজের আত্মীয়ের বিচ্ছেদে যে বেদনাকে খুঁজে পায়। অনুরাগ বেদনার স্পর্শ অনুভূত হয় বুকের মাঝে। অনাত্মীয় চলে গেল তাই মন সে ভাবে কাঁদে না।

প্লাটফর্মের একটা বেঞ্চের এক কোণায় অনেকক্ষণ ধরে বসে আছে একটি বাচ্চা মেয়ে। বয়স বছর চার পাঁচ হবে। অনেকক্ষণ কেঁদেছে। তাই চোখ মুখ ফোলা। গালে চোখের জল শুকিয়ে দাগ হয়ে আছে। মুখ চোখ ভাবলেশহীন। প্রথমে আর পি এফের এক অফিসারের নজরে আশে। আস্তে আস্তে ভিড় বাড়ছিল। মেয়েটিকে যখন জিজ্ঞাসা করা হচ্ছিল কোথায় থাকে, বাড়ী কোথায়, কি নাম, মেয়েটি কোন কথা বলছিল না। মেয়েটি যে বোবা ও কালা। ফুফিয়ে ফুফিয়ে শুধু কাঁদছে। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে বেঞ্চের উপর ঢলে পড়ে গেল। পাশে এক মহিলা হয়তো প্যাসেঞ্জার হবে, উনি তাড়াতাড়ি এসে মেয়েটিকে ধরে ফেলল। নয়ত নীচে পড়ে যেত। আর পি এফ কর্মীরা বলল, "দিদি ওনাকে ধরে নিয়ে আসুন ওয়েটিং রুমে। এখানে এভাবে রাখা ঠিক হবে না। এখুনি আপ ঢুকবে। ভিড় হয়ে গেলে অসুবিধা হয়ে যাবে।" মহিলা যাত্রীটি ওয়েটিং রুমে নিয়ে শুইয়ে দিল। চোখে মুখে জল ছিটে দিল। অনেকক্ষণ

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

পর হুশ এল। এক যাত্রী বোতল থেকে জল দিল মেয়েটিকে। জল খেয়ে চুপ করে বসে থাকল। উপস্থিত মানুষেরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে পাশান বাপ মা এভাবে এইটুকু মেয়েকে ফেলে চলে গেল। ঈশ্বর এদের ক্ষমা করবে না। প্যাসেঞ্জাররা সবাই ট্রেন আসতে চলে গেল। জায়গাটা খালি হয়ে গেল। মেয়েটির উপর ভজনের কেমন একটা মায়া পড়ে গেছে। ভজন পাশে গিয়ে বসল। মেয়েটি ভজনের ঝালমুড়ির বাক্সটার দিকে তাকিয়ে থাকল। ভজন ভাবল নিশ্চয় খুব খিদে পেয়েছে। বলল, "খাবি?" মেয়েটি নিরুত্তর। ভজন একটি কাগজে কিছুটা ঝাল মুড়ি বানিয়ে মেয়েটির সামনে ধরল। সাথে সাথে হাত বাড়িয়ে নিয়ে খেতে শুরু করল। এটা ভজনকে খুব আনন্দ দিল। স্টেশনে একটা ট্রেন এসে দাঁড়াল। ভজনের এই সময়টা ব্যবসার সময়। কিন্তু এই মেয়েটির প্রতি মায়া পড়ে যাওয়ায় ওকে ছেড়ে যেতে পারছে না। তাছাড়া আর পি এফের বড়বাবু ভজনকে দায়িত্ব দিয়ে গেছে, মেয়েটিকে দেখে রাখতে। তাই মেয়েটির কাছ ছাড়া হতে পারছে না। মেয়েটির সাথে ভজন ভাব জমানোর জন্য কাগজে করে কিছু বাদাম ভাজা দিল খেতে। মেয়েটি হাতে করে নিল একটু হাসি হাসার চেষ্টা করল। ভজনের মনে নানান প্রশ্ন ভিড় করে আছে। মন কিছুতেই মানতে চাইছে না যে এত সুন্দর ফুট ফুটে মেয়েটা কানে শোনে না, কথা বলতে পারে না। এরকম সৃষ্টি বিধাতার নিষ্ঠুরতাকেই প্রকোট করে। ভজন আবার জিজ্ঞেস করল, "কোন দিকে থাক তুমি? তোমার নাম কী?" কিন্তু এবারও আগের মত নির্বাক। খেতে খেতে শুধু একবার মুখ তুলে ভজনকে দেখে নিল। ভজন এক মনে দেখছিল। ভাবল এই বাদাম ভাজাতে পিঁয়াজ লঙ্কা মাখা ছিল। এখন তো ঝাল লাগবে। নিশ্চয় জল চাইবে। এখন তো ওকে কথা বলতে হবে। নাকি কালা বোবাদের ঝাল লাগে না। নানান জিজ্ঞাসা মনের মধ্যে এসে জমা হচ্ছে। খাওয়া হয়ে গেলে পরে কাগজটাতে হাত মুঝে দলা পাকিয়ে দূরে ছুড়ে দিল। চোখে জল। ঝাল লগেছে। ভজন একটু হাসল। তাহলে এদেরও ঝাল লাগে। ভজন ভাবছে এখনো জল চাইছে না কেন। ইচ্ছে করে ভজন ব্যাগ থেকে জলের ছোট বোতলটা বের করে নিজের গলায় একটু জল ঢালল। ইশারায় বলল জল খাবে কিনা। সাথে সাথে হাত বাড়িয়ে বোতলটা নিল এবং অনেকখানি জল খেয়ে নিল।

ভজনের মনে একটা প্রশ্ন অনেক্ষন ধরে খেলা করছে কিন্তু কাউকে বলতে পারছে না। যে মহিলাটি কিছুক্ষণ আগে ট্রেনের সামনে আত্মহত্যা করল এই মেয়েটি সেই মহিলার নয় তো? বুকটা ধক করে উঠল। হে ভগবান তোমার একি খেলা। যারে তুমি দিয়েছ সে যে ফেলে চলে যায়, আর যে চায় তাকে তুমি দাও না। কেন ঠাকুর? এ তোমার কেমন লীলা।

বিকেল হয়ে এসেছে। এরপর সন্ধ্যে হয়ে রাত নামবে। তখন ভজন কি করবে। ঘরে তো যেতে হবে। ব্যবসা তো আজ লাটে উঠেছে। কি যে করি এই মেয়েকে নিয়ে। সকালের দিকে যা একটু ব্যবসা হয়েছে, এরপর তো সেভাবে হলই না। ভজনের সাথে এটুকু সময়ের মধ্যে ভাব হয়ে গেছে মেয়েটির সাথে। তবে কথা বার্তা নেই শুধু হাসে। আর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

স্টেশন মাস্টার আর একজন পুলিশ ভজনের সামনে এসে মেয়েটিকে দেখতে লাগল।

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

জিজ্ঞেস করল, "তোর নাম কী? বাড়ী কোথায়?" মেয়েটি ভজনের ঝালমুড়ির টিনের বাক্সটার উপর যে ঢাকনাগুলি আছে সেটার উপর হাত বুলিয়ে খেলছে। তারপর পুলিশটাকে দেখে ভয়ে ভজনের জামার কোনা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। আর পি এফের একজন ইন্সপেক্টর এসে স্টেশন মাস্টারকে বলল, "তদন্ত করে জানা গেল এই মেয়েটি ঐ মৃত মহিলার। যে ব্যাগটি পাওয়া গেছে তাতে একটি সুইসাইড নোট পাওয়া গেছে, সেখান থেকে জানা যায় মহিলাটি, স্বামীর ও শ্বশুরের অত্যাচারে এই জীবন শেষ করতে যাচ্ছে, আমার মেয়েকে রেখে গেলাম ও বোবা কালা। ভগবান তুমি এই মেয়েটিকে রক্ষা কোরো।" ভজন অফিসারের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমিও এইটাই ভেবেছিলাম, ঐ মহিলারই হবে এই মেয়েটি।" স্টেশন মাস্টার ভজনকে বলল, "ভজন এক কাজ কর, আপাতত তুমি এই মেয়েটিকে বাড়ী নিয়ে যাও। তারপর দেখা যাবে। তাছাড়া তো কোনো উপায় দেখছি না।" ভজন আমতা আমতা করে বলল, "স্যার তা কি করে হয়। আইনগত ব্যাপার আছে। পরে আমি বিপদে পরব। আপনি তো আর চিরকাল এখানে থাকবেন না। আপনি তো কিছুদিন পর ট্রান্সফার হয়ে যাবেন। তখন আমার পাশে কে থাকবে।" একটু হেসে স্টেশন মাস্টার ভজনকে বলল, "কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ। সেটা যে আমি ভাবিনি তা নয়। তোমার তো কোনো সন্তান নেই, একেই তুমি তোমার মেয়ে মনে করে তোমার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে রাখ। তারপর দেখি কি করা যায়।" ভজন শুধু একগাল হেসে মেয়েটিকে কাছে টেনে নিল।

বেশ কিছুদিন পর স্টেশন মাস্টার একদিন ওনার অফিসে ডেকে নিয়ে গিয়ে আরো কয়েকজন অফিসারের সামনে কাগজে কি সব সহি সাবুদ করিয়ে ভজনকে একখানা কাগজ দিয়ে বলল, "দেখ ভজন এই মেয়ে আজ থেকে তোমার হয়ে গেল। যদি কোন সমস্যা হয় তাহলে তুমি এস ডি ও অফিসে গিয়ে এই কাগজ দেখালে আর কোন অসুবিধা হবে না। আর আর্থিক সাহায্যও পাবে। আমাদের পক্ষ থেকে এই পাঁচ হাজার টাকা তোমার কাছে রাখ। প্রয়োজনে এটা খরচ করবে।" এক পুলিশ অফিসার মেয়েটিকে একটি প্যাকেট দিয়ে বলল, "এর মধ্যে তোর জামা আছে পরবি কেমন।" রেলের এক বড় কর্তা ভজনকে হকারী করার একটা লাইসেন্স দিয়ে বলল, "এখন তুমি স্টেশনে ছোট করে একটা দোকান দিতে পারবে। কিন্তু এই মেয়েটিকে যত্নে রাখবে।" ভজন নমস্কার করে বলেছিল, ঠিক আছে স্যার, ওকে আমরা প্রান দিয়ে আগলে রাখব। কোন কষ্ট পেতে দেব না।" ক্যামেরাম্যান উপস্থিত সকলের কিছু ছবি তুলে রাখল।

অনেককটা বছর পার হয়ে গেল মেয়েটি ভজনের বাড়ীতেই আছে। কেউ আর এসে কোন দাবি করে নি। এই ফুটফুটে মেয়েটিকে পেয়ে ভজনের মা খুব খুশি। নাতনি পেয়েছে। সব সময় কোলে কোলে করে রাখে। ভজনের বৌ আদর করে মেয়েটির নাম রেখেছে পিয়ালী। নিঃসন্তানের দুঃখ এবার দূর হল। সুখ নামক পাখিটি আবার উড়ে এসেছে ঘরে। পিয়ালীকে কাছের এক স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে। ভজনের মা নিজে গিয়ে দিয়ে আসে আবার ছুটি হলে পরে নিয়ে আসে।

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633